মেহেরপুর শহরের এনামুল কসাই হেরোইনসহ গ্রেফতার

৩ গ্রাম হেরোইনসহ মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী এনামুল কসাইকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। এনামুল কসাই বাসস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার জুড়ন কসাইয়ের ছেলে।

গতকাল শনিবার ভোররাতের দিকে সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এনামুল কসাইকে গ্রেফতার করে। এসময় তার কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন জব্দ করে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। যার মামলা নং ২৩। তারিখ ১৬/০৭/২০২২ ইং। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, এনামুল কসাই একজন চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবী। সে সব সময়ই মাদক সেবন করে থাকেন।আগামীকাল রবিবার তাকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে প্রতিবন্ধীকে পিটিয়েছে ওয়ার্ড আ.লীগ সভাপতি

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে আওয়ামী লীগের সভাপতির বিরুদ্ধে এক বিধবা নারীর সাথে অনৈতিক কথা প্রচার করার অপরাধে মাঞ্জারুল ইসলাম নামের এক প্রতিবন্ধীকে পিটিয়ে আহত করেছেন আওয়ামী লীগের গ্রাম কমিটির সভাপতি মুক্তি মিয়া।

গত শুক্রবার প্রতিবন্ধী মাঞ্জারুল ইসলামকে মুক্তি মিয়া তার ছেলে হৃদয়, ভাস্তে মিরাজ ও টিপু বেদম প্রহার করে। এতে তার হাতের আঙ্গুল ও কানের পাশে ফেটে যায়।

এঘটনায় প্রতিবন্ধী মাঞ্জারুল ইসলাম রাজনগর গ্রাম আওয়ামী লীগের

সভাপতি মুক্তি মিয়ার বিরুদ্ধে নারী কেলেংকারী, মাদক বিক্রি, স্থানীয় চোর ডাকাতদের আশ্রয়দান ও এলাকার মানুষকে মামলায় ফাঁসিয়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগ আনেন। এরপর শুরু হয়েছে নানা আলোচনা, সমালোচনা।

মাঞ্জারুল ইসলাম আরও বলেন, রাজনগর গ্রামের মৃত কর্ণেলের স্ত্রী আমার খালা শাশুড়ি হন। স্বামী মারা যাওয়ার পর মুক্তি মিয়ার তার সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাকে বারবার নিষেধ করার পরেও মুক্তি মিয়া কথা শোনেনি।

এলাকার লোকজনও তাকে বারবার নিষেধ করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ওই বিধবা নারীর সাথে একটি ছবি বিভিন্ন মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে পড়ে।

এছাড়া তার একটি ট্রাক ফেনসিডিলসহ ফরিদপুরে র্যাবের হাতে ধরা পড়ে গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে। এবিষয় আমি অন্য মানুষের সামনে প্রকাশ করাই আমাকে মারধর করে মুক্তি মিয়া, তার ছেলে ও ভাস্তেরা।

আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তি মিয়া তার বিরুদ্ধে মাদক বিক্রি ও চোর ডাকাতদের আশ্রয় প্রশয় ও মামলায় ফাঁসিয়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগ মিথ্যা দাবী করেছেন।

তবে, বিধবার সাথের ওই ছবিটি ৬/৭ মাস আগের দাবী করে তিনি বলেন, মাঞ্জারুল ইসলাম ওই ছবি দেখিয়ে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করেছে। তিনি আরও বলেন, মাঞ্জারুল ইসলাম এলাকার একজন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। শুধু মাঞ্জারুল নয়, তার মায়ের বিরুদ্ধেও রয়েছে মাদক বিক্রির অভিযোগে একাধিক মামলা।

সে ইজিবাইক চালানোর আড়ালে মাদক ব্যবসা করে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে তার মা হাজেরা খাতুন হেরোইনসহ গ্রেফতার হয়ে হাজত খেটেছেন। এছাড়া এলাকায় মাঞ্জারুলের নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি মাদক বিকিকিনির চক্র রয়েছে।

এদের মধ্যে রাজনগর গ্রামের বেইলিপাড়া এলাকার সাত্তারের ছেলে ছমির উদ্দীন। ছমির উদ্দীন আমার একটি ট্রাক যার নং (ঢাকা মেট্রো ন-১৭-৯৪১০) ভাড়া করে নিয়ে যায়। গত বৃহহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে সে ফরিদপুর জয়বাংলা তেল পাম্পের সামনে থেকে ৪৮৪ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক হয়েছে।

এঘটনায় ফরিদপুরে একটি মাদক আইনে মামলাও হয়েছে। মামলার প্রধান

আসামী ফরিদপুরের আরিফ হোসেন। ফরিদপুরের আরিফ হোসেনের সাথে রাজনগর গ্রামের বেশ কয়েকজন ফেনসিডিল ব্যবসা করেন।

এব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, মাঞ্জারুল ও মুক্তি মিয়ার বিরুদ্ধে মাদকের অভিযোগ রয়েছে। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। তদন্ত করার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর বাড়িতে টাকা ও গহনা চুরি, চোর আটক

আলমডাঙ্গার কেশবপুর প্রবাসীর ঘরে চুরির অভিযোগে রোজা (৩৫)কে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে ওই মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে রোজা। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ চুরির অভিযোগ করে এলাকাবাসী।

গত জুন মাসের ২০ তারিখে কেশবপুর গ্রামের প্রবাসীর বাড়ি থেকে রাতের আধারে নগত দেড় লক্ষ টাকা ও স্বর্ণের গহনা চুরি করে নিয়ে যায়। যাবার সময় ওই বাড়িতে তার মোবাইল ফেলে যায় চোর রোজা।

সকালে উঠে ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো দেখে ডয়ার খুলে টাকা ও গহণা পায় না পরিবারের লোকজন। তবে, ঘরের মেঝেতে বাটন ফোন পড়ে থাকতে দেখে।

পরবর্তীতে ফোনের মালিক রোজাকে সনাক্ত করে। রোজার সাথে যোগাযোগ করতে থাকলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রবাসীর পরিবার থেকে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগের ভিত্তিতে ২০ দিন পর চোর রোজাকে আটক করে পুলিশ। শনিবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করে পুলিশ।

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ার সাংবাদিক রুবেল হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে দুজন গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার বহুল আলোচিত চাঞ্চল্যকর সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেল হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টীম।

এরা হলেন কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়ার গোলাম রহমান রোড এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে কাজী সোহান শরীফ (৪৪) এবং চর কুঠিপাড়া এলাকার মৃত খন্দকার হারুন অর রশিদের ছেলে আশিকুর রহমান জুয়েল।

শনিবার সন্ধ্যায় র্যাব-১২ কুষ্টিয়া কোম্পানির কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা ও র্যাব-১২ এর একটি আভিযানিক দল গত শুক্রবার দিবাগত রাতে সাড়ে ৩টার সময় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করে। তবে কি কারণে বা কারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি র্যাব।

দুপুরের দিকে আটকদের রুবেল হত্যা মামলার তদন্তকারী সংস্থা নৌ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ৩ জুলাই রাতে কুষ্টিয়া জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় কুষ্টিয়ার খবরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাসিবুর রহমান রুবেল নিখোঁজ হন।

নিখোঁজের ৫ দিন পর গত ৭ জুলাই দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কুমারখালী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তেবাড়িয়া গ্রামের গোলাম কিবরিয়া ব্রিজের নিচে গড়াই নদী থেকে সাংবাদিক রুবেলের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহত সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেলের চাচা মিজানুর রহমান বাদী হয়ে গত ৮ জুলাই কুমারখালী থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

এদিকে সাংবাদিক রুবেল হত্যাকান্ডের আসামীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবীতে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহসহ সারা বাংলাদেশের সাংবাদিকরা মানববন্ধন, স্বারকলিপিসহ নানা কর্মসূচী পালন করে আসছেন।

[redacted]

[redacted]

পরিবারের লোকজনের কটুক্তির কারণেও আত্মহত্যার প্রবণতা আসতে পারে। এজন্য পরিবারের সবাইকেই সচেতন হতে হবে। এবং বাল্য বিবাহ যাতে করে না হয় সেব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মেহেরপুরে গরম শেষে প্রশান্তি বৃষ্টি

মেহেরপুরে কয়েকদিন ধরে নামছে গা-জ্বলা রোদ। কখন হবে বৃষ্টি এই প্রশ্ন সবার। বৃষ্টির জন্য এই অপেক্ষার অবসান ঘটলো।

আজ শনিবার বিকাল ৫ টার দিকে নেমে আসে প্রশান্তি বৃষ্টি।

পাঁচটার দিকে শুরু হওয়া বৃষ্টি খুব বেশি না হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে মেহেরপুরবাসী। বৃষ্টি বন্ধ হলেও মেহেরপুরে আকাশে রয়েছে হালকা বাতাস।গত কয়েকদিনের তুলনায় কমেছে গরমের তীব্রতাও।

মুজিবনগরে দৈনিক ভোরের কাগজের ভুয়া সাংবাদিক শনাক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সারির বহুল প্রচলিত পত্রিকা দৈনিক ভোরের কাগজের নামে ভুয়া পরিচয় দিয়ে সাংবাদিকতা করছেন উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের মৃত আবেদ আলি মোল্লার ছেলে আব্দুস সালাম মোল্লা নামের এক কথিত সাংবাদিক।

গত ১৫ জুলাই দৈনিক ভোরের কাগজের পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি নামের এক কথিত সংগঠনের সহ সভাপতি হয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে কথিত ঐ সাংবাদিকের কাছে পরিচয় পত্র দেখতে চাইলে সে কোন পরিচয় পত্র দেখাতে পারিনি এবং ভোরের কাগজের অফিসে যোগাযোগ করা হলে

আব্দুস সালাম নামে মুজিবনগরে কোন প্রতিনিধি নেই বলেও জানায় পত্রিকা অফিস।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় মৌখিক ভাবে অভিযোগ জানিয়েছে ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি মুর্তজা ফারুক রুপক ।এ সময় মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মেহেদি রাসেল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন।

মেহেরপুরে রেকর্ডরুম থেকে জমির কাগজ পেতে ভোগান্তি

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের রেকর্ডরুম থেকে সরবরাহকৃত সূচিপত্র ছেঁড়া ইনফরমেশন স্লিপ নিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন জেলার জমি সংক্রান্ত মামলার বাদি, বিবাদি ও আইনজীবীরা। প্রায় দুই বছর যাবৎ ম্যাপ সরবরাহ করা হচ্ছেনা রেকর্ডরুম থেকে। খতিয়ানের জাবেদা, নকল, পর্চাসহ জমির হালনাগাদ তথ্যের কাগজপত্র নিতে গিয়ে নানা ভোগান্তিতে পড়ছেন বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলা আইনজীবি সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এ সমস্যার সমাধান চেয়ে আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বরাবর এক লিখিত আবেদন করেছেন।

আবেদন তিনি বলেন, আদালতের অধিকাংশ মোকাদ্দমা জমি সংক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই বিচারপ্রার্থী জনগনের প্রয়োজনে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের রেকর্ডরুম থেকে খতিয়ানের জাবেদা নকল, ইনফরমেশন স্লিপ ও ম্যাপের প্রয়োজন হয়। বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ করা যাচ্ছে যে, রেকর্ডরুম থেকে সরবরাহকৃত অধিকাংশ ইনফরমেশন স্লিপে সূচিপত্র ছেঁড়া উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এর আগে ২/৩ দিনের মধ্যে খতিয়ান ও ইনফরমেশন স্লিপ পাওয়া যেতো। কিন্তু ইদানিং ১০/১৫ দিনেও সেটা পাওয়া যাচ্ছেনা। এর ফলে বিচার প্রার্থী জনগণের সেবা প্রদানে বিলম্ব ও ন্যায় বিচারেও বিলম্ব হচ্ছে। জেলা রেকর্ডরুম থেকে অঘোষিতভাবে ২ বছর যাবৎ জমির ম্যাপ সরবরাহ বন্ধ রেখেছেন কর্তৃপক্ষ। যার কারনে, জমি সংক্রান্ত সমস্যা প্রকট আকার ধারন

তালাবদ্ধ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান বলেন, একজন আইনজীবির দেওয়া একটি পিটিশন আইনজীবি সমিতি পেয়েছে। এবিষয়ে ইতোমধ্যে সমিতির নির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসংক্রান্ত একটি রেজুলেশন করা হয়েছে। আমরা সমাধান চেয়ে সামনে রবিবার আইন মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র পাঠানোর পাশাপাশি মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথেও কথা বলবো। তিনি বলেন, সরকার ভূমি সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত সমাধানের জন্য তাগিদ দিলেও পাতা ছেঁড়া ইনফরমেশন স্লিপ, খতিয়ান ও ম্যাপ দ্রুত সময়ের মধ্যে সরবরাহ না করায় মামলাগুলো দ্রুত রায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এছাড়া নতুন কোনো মামলাও ফাইলিং করা সম্ভব হচ্ছেনা।

মেহেরপুর রেকর্ডরুমের দায়িত্বরত সহকারী কমিশনার মাশতুরা আমিনা বলেন, রেকর্ডরুমের কাগজপত্র ও ইনফরমেশন স্লিপ অনেক পুরানো হওয়ার কারণে ছেঁড়া সূচিপত্র হতে পারে। আবার ছেড়া সুচিপত্রের কারণে রেকর্ডের পূর্বের বা হালনাগাদ, এসএ দাগ ও খতিয়ানের তথ্য পাওয়া যাবেনা এমনটি নই। সূচিপত্র ছেঁড়া থাকলেও সেটা জানা সম্ভব। হালনাগাদ বা পূর্বের দাগ নং অনলাইনেই সব সেবা পাওয়া যাবে। আবেদন করে প্রয়োজনীয় সেবা পেতে দেরি হচ্ছে এমন অভিযোগ সত্য নয় বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, আমি এখানে অল্প সময়কাল দায়িত্বে এসেছি। আমার সময় কেউ ভোগান্তিতে পড়েনি। এছাড়া কোথাও সেবা নিতে এসে কেউ ভোগান্তিতে পড়লে আমাকে সরাসরি জানালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন করলে ম্যাপ সরাসরি ঢাকা থেকে সরবরাহ করা হয় বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ জন গ্রেফতার, মাদক উদ্ধার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ জন ও নিয়মিত মাদক মামলায় ৫ জনসহ ৬ আসামী

গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (১৬ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করা হয়।

এসময় ৭০ বোতল ফেনসিডিল, ৯ গ্রাম হেরোইন ও ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় ১ টি মামলা রুজ্জু হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মাদক মামলায় ২ জন আসামী গ্রেফতার করেন। এছাড়া সদর থানা পুলিশ তিনটি মাদক মামলায় ৩ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব অভিযানে নেতৃত্ব দেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।